উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে র‍্যাগিংয়ের ভীতি দমন করবার জন্য ইউজিসি-র নিয়মকানুন **2009**-এর সারাংশ

1. প্রস্তাবনা: সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতির **8.05.2009** তারিখের আদেশবলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নির্ধারিত নীতি বিবেচনা করে র‍্যাগিং নামক ক্লেশটিকে সমাজে নিষিদ্ধ করা, প্রতিরোধ করা এবং দুর করা।

2. উদ্দেশ্য: দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিবেচনাধীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে র‍্যাগিং নামক সামাজিক ব্যাধিকে দূরীকরণের জন্য এবং এই আইনের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ করবার জন্য, এই র‍্যাগিং ঘটা প্রতিরোধ করবার জন্য এবং যারা এই র‍্যাগিংয়ে যুক্ত থাকে তাদেরকে শাস্তি দানের বিধান এই আইনে উল্লেখিত এবং এই সংশ্লিষ্ট আইনকে লাগু করা।

3. র‍্যাগিং কোন কোন ঘটনা থেকে হয়: র‍্যাগিং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে থেকে একটি বা একাধিক ঘটনা হতে পারে:

a) কোন নবাগত ছাত্র বা অন্য যেকোন ছাত্রকে কোন অন্য ছাত্র বা ছাত্রদের দ্বারা বলা কথায় বা লিখিত বক্তব্যে বা এমন কোন কাজ যার মাধ্যমে তাকে বিদ্রুপ করা বা তার প্রতি রূঢ়তার সঙ্গে আচরণমুলক যেকোন কার্য্য।

b) কোন নবাগত বা অন্য যেকোন ছাত্রের পক্ষ থেকে করা অভিযোগ যে অন্য কোন ছাত্রের তার প্রতি রূঢ় বা বিশৃঙ্খল আচরণ যা ঐ ছাত্রের বিরক্তি, মনে কষ্ট দেওয়া, শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা বা তার মধ্যে আতঙ্ক গড়ে ওঠে।

c) কোন নবাগত ছাত্রকে এমন কিছু কাজ করতে বলা যেগুলি সাধারণভাবে সে কোনদিন করে নি এবং এমন সেই সব কাজ যেগুলি থেকে তার মধ্যে একধরণের লজ্জা বা পীড়া বা বিব্রতভাব জেগে উঠবে যাথেকে ঐ নবাগত ছাত্রের মনে এবং শরীরে একধরণের বিরুপ প্রতিক্রিয়া গড়ে তুলবে।

d) কোন উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের নবাগত বা অন্য কোন ছাত্রের প্রতি করা কাজ যা থেকে ঐ নবাগতের সাধারণ পঠনপাঠনে ছেদ, বিরক্তি বা সমস্যা তৈরী করে।

e) কোন একটি উঁচু ক্লাসের ছাত্র বা একদল ছাত্রের পড়াশুনা বিষয়ক কোন কাজ কোন নবাগত ছাত্রকে বা অন্য কোন ছাত্রকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া।

f) কোন নবাগত বা অন্যকোন ছাত্রের প্রতি উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের খরচ করতে বাধ্য করা বা জোর করে অর্থ ছিনিয়ে নেওয়া।

g) যেকোন প্রকারের শারীরিক অত্যাচার বা এইধরণের সমস্ত শারীরিক নিপীড়ন সহ: যৌন নিপীড়ন, সমকামী নিপীড়ন, বিবস্ত্র করা, অশ্লীল

এবং কুরুচিপূর্ণ কাজ করা শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, শারীরিকভাবে ক্ষতি করা বা স্বাস্থ্যের অন্য কোন ক্ষতি করা।

h) লিখিত বক্তব্য, ইমেলে, পোস্ট করা জনসমক্ষে হয়ে করার এমন কোন কাজ বা আচরণ যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নবাগত ছাত্র বা অন্যকোন ছাত্রকে তার নৈরাশ্য থেকে বিকৃত বাসনা, বদলীকারক বা ধর্ষকামী মনোভাব প্রকাশ পায়।

i) কোন ছাত্রের পক্ষ থেকে কোন নবাগত ছাত্র বা অন্যকোন ছাত্রের প্রতি অধিকার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদর্শন করা বা কোন ধর্ষকামের আনন্দ অনুভব করার লক্ষ্যে কোন একজন নবাগত বা অন্য কোন ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য বা আত্মবিশ্বাসে আঘাত করে।

4. রাগিং নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপগুলি: প্রাতিষ্ঠানিক স্তর, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর, জেলাস্তর ইত্যাদি স্তরে এইধরণের কয়েকটি পরিমাপ আছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি আছে যেগুলি ছাত্রদের পক্ষে জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নিম্নে উল্লেখিত:

- কোন প্রতিষ্ঠানই যেকোনভাবে করা রাগিংকে কোনভাবেই অনুমোদন বা উসাহ দেবে না, এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকেই প্রয়োজনীয় এবং সমস্তধরণের জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে, যার লক্ষ্য হবে ঐ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বা বাইরে শুধুমাত্র এই আইনের বলেই নয় যেকোনভাবে রাগিং করা বন্ধ করতে হবে।
- যদি কাউকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাগিং করতে এবং/অথবা রাগিংকে উসাহ দিতে বা রাগিং করার চক্রান্তে জড়িত থাকতে বা রাগিংয়ে সহায়তা করতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এই লক্ষ্য নিয়ে জনসমক্ষে, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমে, অডিওভিসুয়াল বা প্রিন্ট মিডিয়া বা বা অন্যকোন মিডিয়াতে ভর্তি হতে আসা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ঘোষনা করতে হবে যে এই প্রতিষ্ঠানে রাগিং করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং যদি কাউকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে রাগিং করতে বা সহায়তা করতে দেখা যায় বা এই চক্রান্তের অংশীদার হিসাবে অভিযুক্ত হয় তাকে এই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তার পাশাপাশি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ধরে তার কাছ থেকে আইনী জরিমানাও আদায় করা হতে পারে।
- রাগিং-বিরোধী হেল্পলাইনের প্রতিটি টেলিফোন নম্বর, প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সকলের টেলিফোন নম্বর সহ প্রতিটি বিভাগীয় প্রধান, ফ্যাকাল্টি সদস্য, রাগিং-বিরোধী কমিটির প্রতিটি সদস্য এবং রাগিং বিরোধী স্কোয়াডের সকল সদস্যদের টেলিফোন নম্বর, জেলা এবং মহকুমার আধিকারিক, হোস্টেলের ওয়ার্ডেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা বা আধিকারিকদের টেলিফোন নম্বর ঐ প্রতিষ্ঠানের পুস্তিকা বা ভর্তির ব্রোশিওরে উল্লেখ থাকতে হবে।
- ভর্তির আবেদনপত্র, ভর্তি হওয়া বা নবিন্ধীকরণের সঙ্গে একটি ছাত্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং আরেকটি পিতামাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত রাগিং

বিরোধী এফিডেভিটের প্রতিলিপি যুক্ত থাকতে হবে (এই দুধরণের এফিডেভিটই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে)।

- রাগিং বিরোধী হেল্পলাইনে যদি কোন হয়রানির বার্তা আসে তক্ষণা সেটি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান, হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নোডাল অফিসারের কাছে প্রেরিত হবে এবং যদি দেখা যায় যে কোন ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠানে ঘটে সেক্ষেত্রে এই বার্তা সংশ্লিষ্ট জেলা আধিকারিক এবং প্রয়োজন হলে জেলা সমাহর্তা, পুলিসের সুপারিনটেনডেন্ট এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটেও ছড়িয়ে পড়বে যাতে মিডিয়া এবং সাধারণ জনগণ এই বিষয়টি দেখতে পারে।
- রাগিং বিরোধী স্কোয়াডের কাছে কোন বার্তা আসার পরে বা রাগিং হয়েছে এমন কোন খবর পাওয়ার পরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রথমেই সিদ্ধান্ত নেবেন যে কোন আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা এবং যদি করা যায় তাহলে তিনি নিজে অথবা রাগিং বিরোধী কমিটির কোন সদস্যের যাকে তিনি এই সাপেক্ষে মনোনীত করেছেন তিনি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট (এফআইআর) করবেন এই ধরণের খবর পাওয়ার পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে উপযুক্ত আইনী ধারা প্রয়োগ করে পুলিস এবং স্তানীয় আধিকারাকিদের কাছে।
- কমিশনের পক্ষ থেকে এই এফিডেভিটগুলি যেগুলি প্রতিটি ছাত্র এবং তাদের পিতামাতার কাছ সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলি থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি তথ্যভান্ডার তৈরী করা হবে এবং সেটি বৈদ্যুতিনভাবে প্রতিষ্ঠানে স্টোর করে রাখা হবে যেটি ঐ প্রতিষ্ঠান বা কোন এজেন্সীর মাধ্যমে করা সফটওয়্যারের মাধ্যমে, এবং এইধরণের তথ্যভান্ডার রাগিং সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া লিপিবিদ্ধ করা এবং সেই কাজের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ক তথ্য থাকবে।
- কমিশনের পক্ষ থেকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটে একটি বিশেষ অবস্থার কথা অন্তর্ভুক্ত করবে যে স্বাভাবিক নিয়মে বা বিশেষ কোন স্কিমের মাধ্যমে যেকোন আর্থিক সহায়তা বা গ্রান্ট-ইন-এইড পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানকে রাগিং বিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা সেই বিষয়টি উল্লেখ করতে হবে।
- এনএএসি বা অন্য কোন অনুমোদিত অ্যাক্রেডিটেশনে এজেন্সীগুলি যখন কোন প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্রেডিটেশন, রাঙ্কিং বা গ্রেডিং দান করা উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটির মান বিচার করে তখন কোন প্রতিষ্ঠানে রাগিংয়ের কোন ঘটনা সেগুলি কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন, রাঙ্কিং বা গ্রেডিংয়ের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে।
- কমিশনের পক্ষে থেকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক গ্রান্ট-ইন-এইড দেবার অগ্রগতি দেওয়া যেতে পারে অন্যথায় তারা অনুদান পাবে এই আইনের 12B ধারা অনুযায়ী যেখানে উল্লেখ করা আছে যে এই প্রতিষ্ঠানে রাগিং সংক্রান্ত কোন ঘটনার অভিযোগ থাকবে না।

5. রাগিংয়ের কোন ঘটনায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ: কোন একটি প্রতিষ্ঠান রাগিংয়ে দোষী সাব্যস্ত হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে এবং নীচে উল্লেখিত ব্যবস্থায় শাস্তি দিতে পারে:

- প্রতিষ্ঠানের রাগিং বিরোধী কমিটি শাস্তি দেবে না অন্য কিছু করবে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে যা নির্ভর করবে রাগিংয়ের প্রতিটি ঘটনার প্রকৃতি ও গুরুত্বের উপর যা আবার রাগিং বিরোধী স্কোয়াডের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হবে।
- রাগিং বিরোধী কমিটি রাগিং বিরোধী স্কোয়াডের রাগিংয়ের দোষের প্রকৃতি ও গুরুত্বের উপর নির্ভর করে যারা রাগিংয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদেরকে নিম্নলিখিত শাস্তিগুলি দিতে পারে, যেমন:
  a) ক্লাসে অংশগ্রহন করা এবং শিক্ষাবিষয়ক বিশেষ সুবিধাবলি থেকে বহিস্কার করা।
  b) স্কলারশিপ/ফেলোশিপ এবং অন্যান্য সুবিধাবলি স্থগিত করে দেওয়া বা প্রত্যাহার করে নেওয়া।
  c) কোন পরীক্ষা, অভীক্ষা বা অন্যান্য মুল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া।
  d) ফলাফল আটকিয়ে দেওয়া।
  e) কোন আঞ্চলিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, টুর্নামেন্ট, যুব উসব ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা।
  f) গোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া/কিছুদিনের জন্য অপসৃত করা।
  g) ভর্তি বাতিল করে দেওয়া।
  h) এক থেকে চারটি সেমিস্টার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া।
  i) কোন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যাতে ভর্তি হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

- যদি দেখা যায় যে কারা এইধরণের রাগিং করছে বা রাগিংয়ে উসাহ দিচ্ছে যদি সনাক্ত না করা যায় সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দলভিত্তিক শাস্তি প্রদান করা হয়।
- রাগিং বিরোধী কমিটির শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে কোন আবেদন থাকলে তা জানানো যাবে (i) কোন প্রতিষ্ঠানের আদেশ হলে সেই প্রতিষ্ঠান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত তার সাংবিধানিক প্রধান, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে (ii) যদি সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশ হল তাহলে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের কাছে, (iii) সাংবিধানিক ধারার ভিত্তিতে জাতীয় গুরুত্বপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠানের চেয়োরম্যান অথবা চ্যান্সেলোরকে জানানো যেতে পারে, ঘটনা যেমনই হোক না কেন।
- নিয়োগকর্তার মতে প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মী বা শিক্ষক যদি রাগিং সংক্রান্ত কোন ঘটনা সংশ্লিষ্ট জায়গায় জানিয়ে দেওয়া বা কোন ঘটনার বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে বা রাগিংয়ের অভিযোগের ঘটনায়

উদাসীনতা দেখানো বা খুব বেশী গুরুত্ব না দেখালে, বা কোন কর্মী যদি সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নিতে পারে যেগুলি এই আইন অনুযায়ী বা অন্যকোন কারণ যা রাগিং বিরোধী ঘটনা বা ঘটনাগুলিকে প্রতিহত করতে পারত সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষ্ঠান ঐ কর্মী বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের যে নির্ধারিত প্রক্রিয়া আছে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভাগীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে পদক্ষেপ নিতে পারে। যদি এটি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অধিকর্তা এমন একজন প্রধানকে নিয়োগ করবেন যিনি এইধরণের বিভাগীয় শৃভ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং এই সকল পদক্ষেপগুলির জন্য রাগিংয়ে প্ররোচনা দেবার জন্য যে সকল আইনী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেগুলি সঠিক সময়ে নিতে ব্যর্থ হলে যা মুলত রাগিংকে প্রতিহত করত বা রাগিংয় করবার দোষে অভিযুক্ত কোন ছাত্রকে কোনপ্রকার শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন পক্ষপাত প্রদর্শন করবে না।